বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
৮৩-৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ফোন ঃ ৯৫৭৪০২৫
ঃ ৯৫৬০০৩১-৩৫/২৫০
E-mail:dgmbcbd@krishibank.org.bd

শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ।

পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগ (শানিব্যউবি) পরিপত্র নং- ২৩/২০১৯ তারিখঃ ২১-১০-২০১৯ইং

বিষয়ঃ "বিকেবি মাসিক মুনাফা প্রকল্প" প্রবর্তন প্রসঙ্গে।

আর্থিক স্বচ্ছলতা, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের সর্ব স্তরের মানুষের মধ্যে সঞ্চয় মনোভাব গড়ে তোলা অপরিহার্য বিধায় এরই অংশ হিসাবে জনসাধারনকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি ব্যাংকের স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদি আমানত ভিত্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমানতের আকর্ষণীয় প্রডাক্ট বাজারে প্রচলন করা আবশ্যক। নতুন আমানত প্রডাক্ট প্রচলনের ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে "ত্রৈমাসিক মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয় প্রকল্প, বিকেবি মিলিয়নিয়ার স্কীম, বিকেবি ডাবল প্রফিট স্কীম, বিকেবি মাসিক ডিপোজিট স্কীম ও বিকেবি লাখপতি স্কীম" সম্প্রতি চালু করা হয়েছে। ব্যাংকের প্রচলিত অন্যান্য সঞ্চয় স্কীমগুলোর পাশাপাশি "বিকেবি মাসিক মুনাফা প্রকল্প" নামে একটি নতুন প্রডাক্ট চালু করার প্রস্তাব ১০-১০-২০১৯ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৭৪৪ তম সভায় উপস্থাপন করা হয়। পরিচালনা পর্ষদের সদয় অনুমোদনক্রমে "বিকেবি মাসিক মুনাফা প্রকল্প" সম্পর্কিত পরিপত্রটি জারি করা হলো। পরিপত্রটি জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে এবং পরবর্তী নির্দেশ প্রদান না করা পর্যন্ত চালু থাকবে।

২.০। হিসাবের নামঃ "বিকেবি মাসিক মুনাফা প্রকল্প "।

২.১। হিসাব খোলার যোগ্যতাঃ সুস্থ মস্তিস্ক সম্পন্ন যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক নিজ নামে এ স্কীমের আওতায় এক বা একাধিক হিসাব খুলতে পারবে।

২.২। মেয়াদকাল ঃ ৭ (সাত) বছর।

২.৩। আমানতের পরিমান ঃ ন্যূনতম ১০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা অথবা এর গুণিতক।

২.৪। সুদের হার ঃ এ স্কীমে জমাকৃত টাকার উপর ৮.০০ শতাংশ সরল সুদ নিম্নোক্তভাবে সুদ প্রযোজ্য হবে ঃ

আমানতের মেয়াদ	টাকার পরিমান	সুদের হার	মাসিক মুনাফার পরিমান
৭ বছর	১,০০,০০০/-	৮.০০	৬৬৬/- (প্রদানযোগ্য মুনাফা হতে প্রযোজ্য হারে উৎস কর কর্তন করা হবে)।

২.৫। উদ্দেশ্যঃ জনসাধারণের ভবিষ্যত আর্থিক নিশ্চয়তা ও কল্যাণ এবং ব্যাংকের দীর্ঘ মেয়াদি আমানত বৃদ্ধি।

২.৬। "বিকেবি মাসিক মুনাফা প্রকল্প" হিসাব খোলা ও পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়মাবলীঃ-

ক) সকল সুস্থ মস্তিস্ক সম্পন্ন যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক নিজ নামে এ স্কীমের আওতায় এক বা একাধিক হিসাব ব্যাংকের নির্ধারিত আবেদন ফরমের মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের যে কোন শাখায় খুলতে পারবে।

খ) হিসাব খোলার সময় আমানতকারীর যথাযথ/পূর্নাঙ্গ পরিচিতি (KYC), জাতীয় পরিচয়পত্র/স্মার্ট কার্ড/জন্মনিবন্ধন সনদ/পাসপোর্ট এর ফটোকপি ও পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ০২(দুই) কপি ছবি প্রদান করতে হবে।

গ) গ্রাহকের যদি টিআইএন (TIN) সার্টিফিকেট থাকে তবে হিসাব খোলার সময় টিআইএন (TIN) সার্টিফিকেট জমা নিতে হবে এবং যথাযথভাবে হিসাব খোলার ফর্মে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সংরেক্ষণ করতে হবে।

ঘ) এ আমানত হিসাবের উপর সরকার কর্তৃক আরোপিত উৎসে কর, আবগারী শুল্ক ইত্যাদি আমানতকারীকেই বহন করতে হবে এবং উহা যথারীতি আমানত হিসাব হতে কর্তনযোগ্য হবে।

ঙ) হিসাব খোলার ফরমে টাকার পরিমান ও মেয়াদকাল (অংকে ও কথায়) স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ থাকতে হবে; কোনরূপ কাটাকাটি, ঘষামাজা, উপরিলিখন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য হবেনা। হিসাবটি চেকবিহীন হবে।

চ) মাসিক প্রদেয় সুদ নির্ধারিত তারিখে আমানতকারীর সঞ্চয়ী/চলতি হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে (আমানতকারীর সঞ্চয়ী/চলতি হিসাব থাকতে হবে)। কোন কারনে মাসিক মুনাফা স্থানান্তর করা না হলেও পরবর্তী মাসে মুনাফার উপরে কোন সুদ প্রদান করা যাবেনা।

ছ) মেয়াদপূর্তিতে আবেদনকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে এ হিসাব নবায়ন করা যাবে।

চলমান পাতা-০২

২.৭। নমিনি মনোনয়ন সংক্রান্ত নিয়মাবলীঃ-

ক) আমানতকারীকে ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে অবশ্যই হিসাবের নমিনী নিযুক্ত করতে হবে। আমানতকারী কর্তৃক সত্যায়িত নমিনীর ০১ (এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি হিসাব খোলার ফর্মের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। নাবালক/ নাবালিকাকেও নমিনী করা যাবে।

খ) আমানতকারীর জীবদ্দশায় এবং হিসাবের স্থিতি গ্রহনের পূর্বে নমিনীর মৃত্যু হলে ঐ মনোনয়ন বাতিল বলে গণ্য হবে। সে ক্ষেত্রে হিসাবধারী নতুন নমিনী মনোনয়ন করতে পারবেন।

গ) কেবলমাত্র আমানতকারীর মৃত্যুর পরই নমিনী হিসাবের অর্থ প্রাপ্য হবেন। এ ক্ষেত্রে সাকসেশন সার্টিফিকেট গ্রহনের প্রয়োজন হবে না এবং বিষয়টি শাখা পর্যায়েই নিস্পত্তিযোগ্য হবে। নমিনীকে হিসাবের অর্থ পরিশোধের সময় নিম্নোক্ত কাগজপত্রাদি গ্রহণ করতে হবে।

(১) আমানতকারীর মৃত্যু সংক্রান্ত সনদপত্র।
(২) নমিনীর পরিচয়পত্র যাচাইয়ের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র/স্থানীয় চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনার/একজন গেজেটেড অফিসার বা ব্যাংকের ৯ম বা তদূর্ধ গ্রেডের একজন কর্মকর্তার প্রত্যয়নপত্র।
(৩) নমিনীর আইনানুগ অভিভাবকের আবেদনপত্র ও পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি (নাবালক/নাবালিকার ক্ষেত্রে)।
(৪) নাবালক/নাবালিকার ক্ষেত্রে নমিনীর আইনানুগ অভিভাবক কর্তৃক শাখার একজন আমানত হিসাবধারীর সাথে যৌথভাবে সম্পাদিত ইনডেমনিটি বন্ড (ক্ষতিপূরণ মুচলেকা)।

ঘ) আমানতকারী যে কোন সময় লিখিতভাবে তার মনোনয়ন বাতিল করে নতুন নমিনী মনোনয়ন করতে পারবেন।

২.৮। মেয়াদপূর্তির পূর্বে হিসাব বন্ধ করা হলে টাকা উত্তোলন পদ্ধতি ঃ-

আমানতকারী লিখিত আবেদনের মাধ্যমে মেয়াদপূর্তির পূর্বে আমানত হিসাবটি বন্ধ করতে পারবেন। মেয়াদপূর্তির পূর্বে আমানত হিসাবটি বন্ধ করা হলে নিম্নবর্ণিত নিয়ম অনুসরণ করে প্রাপ্য টাকা আমানতকারীর সঞ্চয়ী হিসাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে প্রদেয় হবে। এক্ষেত্রে হিসাব বন্ধ করার জন্য ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা হিসাব চার্জ কর্তন করতে হবে।

ক) হিসাব খোলার ০১(এক) বছরের মধ্যে হিসাব বন্ধ করা হলে কোন সুদ প্রদান করা হবে না।
খ) ০১(এক) বছরের বেশি কিন্তু ০৩(এক) বছরের মধ্যে হিসাব বন্ধ করা হলে সঞ্চয়ী হিসাবের সুদ হারে মুনাফা প্রদেয় হবে।
গ) ০৩(তিন) বছরের বেশি কিন্তু ০৫(পাঁচ) বছরের কম হলে মেয়াদী আমানত হিসাবের হারে (সর্বোচ্চ ৬%) মুনাফা প্রদেয় হবে।
ঘ) ০৫(পাঁচ) বছরের উর্ধ্বে কিন্তু ০৭(সাত) বছরের কম হলে ৭% হারে সুদ প্রদেয় হবে।

২.৯। সংশ্লিষ্ট হিসাবের বিপরীতে ঋণ সুবিধা প্রদান ঃ

আমানতকারীকে আপদকালীন সময়ের জন্য/সাময়িক প্রয়োজনে লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে তার হিসাবের স্থিতি লিয়েন রেখে নিম্নবর্ণিত শর্তে ঋণ প্রদান করা যাবে ঃ

ঋণ সীমা	ঃ	হিসাবে জমাকৃত আসলের সর্বোচ্চ ৮০%।
ঋণের সময়কাল	ঃ	সর্বোচ্চ ০১(এক) বছর।
ঋণের প্রকৃতি	ঃ	সাধারন ও লিমিট আকারে চলমান বা সিসি (এ ক্ষেত্রে সিসির নিয়মাবলী প্রযোজ্য হবে)।
ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা	ঃ	হিসাব খোলার পরেই হিসাবের বিপরীতে ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে।
ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষমতা	ঃ	শাখা ব্যবস্থাপক।
সুদের হার	ঃ	এ স্কীমের হিসাবের সুদের চেয়ে ৩% বেশী (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে চক্রবৃদ্ধি হারে)।
পরিশোধ পদ্ধতি	ঃ	কিস্তিতে অথবা এককালীন পরিশোধযোগ্য। ঋণটি কোন অবস্থাতেই শ্রেনীকৃত হতে পারবেনা। এ ধরনের সম্ভাবনা দেখা দিলে বিকেবি মাসিক মুনাফা প্রকল্পটি বন্ধ করে ঋণ হিসাব সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট অর্থ গ্রাহককে প্রদান করতে হবে।
দলিল পত্রাদি	ঃ	ক) ডিমান্ড প্রমিসরি নোট। খ) লেটার অব লিয়েন। গ) লেটার অব এরেঞ্জমেন্ট। ঘ) লেটার অব ডিসবার্সমেন্ট। ঙ) সংশ্লিষ্ট আমানত হিসাবটি বন্ধ করে ঋণ হিসাব সমন্বয় (Set Off) করার সম্মতিপত্র।

২.১০। বিশেষ নির্দেশাবলীঃ

ক) হিসাবধারীর মৃত্যুর পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাবটি বন্ধ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে ২.৮ অনুচ্ছেদের নিয়ম মোতাবেক হিসাবায়ন করে হিসাবের অর্থ যথাযথ নিয়মে নমিনি/উত্তোরাধীকারীকে প্রদান করতে হবে।

খ) এ প্রকল্পের বিপরীতে গৃহীত ঋণ সম্পূর্ণভাবে পরিশোধের পূর্বে আমানতকারীর মৃত্যু হলে আমানতের স্থিতি হতে ঋণের বকেয়া সমন্বয়ের পর অবশিষ্ট স্থিতি (যদি থাকে) নিযুক্ত নমিনিকে বা উত্তরাধিকারীগণকে প্রদেয় হবে। কোন অবস্থাতেই ঋণের টাকা অসমন্বিত রাখা যাবে না।

গ) এ প্রকল্পের হিসাব খোলার সময়ে গ্রাহককে মেয়াদি আমানত রশিদ ইস্যু করতে হবে এবং রশিদের উপর ''বিকেবি মাসিক মুনাফা প্রকল্প'' সীল ব্যবহার করতে হবে।

ঘ) মাসিক মুনাফার টাকা প্রদানের ক্ষেত্রে যে সময় যে হারে সরকারী উৎসে কর ও আবগারী শুল্ক নির্ধারিত হবে সে হারে কর্তন করতে হবে।

ঙ) এ হিসাবের লেনদেন ''বিকেবি মাসিক মুনাফা প্রকল্প'' খাতে এবং উক্ত হিসাবে প্রদত্ত সুদ 'নির্ধারিত খাতে হিসাবভুক্ত করতে হবে। এছাড়া উক্ত স্কীমের জন্য পৃথক মেয়াদি আমানত লেজার সংরক্ষণ করতে হবে এবং মেয়াদি আমানত রেজিষ্টারেও পৃথকভাবে এন্ট্রি দিতে হবে।

চ) প্রকল্পটি ব্যাংকের নিজস্ব উদ্যোগে প্রণীত বিধায় যে কোন সময় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এ প্রকল্পের যে কোন শর্ত সংশোধন বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

ছ) হিসাবের মেয়াদপূর্তির পর গ্রাহককে তার প্রাপ্য টাকা এককালীন প্রদেয় হবে। তবে আবগারী শুল্ক ও সরকারী উৎসে কর কর্তনপূর্বক প্রাপ্য টাকা নির্ধারন করতে হবে।

২.১১। হিসাব খাতঃ "বিকেবি মাসিক মুনাফা প্রকল্প'' এর জন্য জেনারেল লেজারে, ২৩/৬ "বিকেবি মাসিক মুনাফা প্রকল্প" মুলখাত, ১৩৩/৩৭AR "বিকেবি মাসিক মুনাফা প্রকল্প" এর উপর প্রদত্ত সুদ উপখাত (ব্যয় খাত) এবং ৪১/৯২ "বিকেবি মাসিক মুনাফা প্রকল্প" এর উপর সুদ প্রভিশন উপখাত নামে ৩টি খাত নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩.০। এ প্রকল্পটি প্রবর্তনের ফলে শাখাসমূহের আমানত বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পটি জনপ্রিয় ও আমানতকারীগনের নিকট আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রচারনা চালাতে হবে; এ উদ্দেশ্যে শাখাসমূহ কর্তৃক দর্শনীয় স্থানে ব্যানার, পোস্টার ও লিফলেটের মাধ্যমে জনসাধারনকে অবহিত ও উদ্বুদ্ধ করনসহ মাঠ পর্যায়ে শাখা ও অন্যান্য কার্যালয়সমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ব্যাপক প্রচার কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করার পরামর্শ প্রদান করা হলো।

অনুমোদন ক্রমে-

২১/১০/২০১৯

(মনির উদ্দিন)
মহাব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্বে)
পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগ

নং-প্রকা/শানিব্যউবি-১(৫৯)/২০১৯-২০২০/৫৬২ তারিখ ঃ ২১-১০-২০১৯ইং

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ-

০১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গনের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৪। অধ্যক্ষ, স্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, মিরপুর, ঢাকা।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। উপরোক্ত পত্রটি ব্যাংকের ওয়েব-সাইটে আপলোড করার জন্য আইসিটি সিস্টেমস্, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগকে অনুরোধ করা হলো।
০৬। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৭। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৮। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, কর্পোরেট শাখা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৯। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১০। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১১। নথি/মহানথি।

২১/১০/২০১৯

(মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম)
উপ-মহাব্যবস্থাপক